প্রকৃত অনুরাগীর লক্ষণ

আজ বাবা কোথায়, কাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন তোমরা জানো ? কোন্ রূপে তিনি বিশেষভাবে তোমাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন ? যেমন বাবার রূপ তেমনই তাঁর বাচ্চাদের রূপা সুতরাং, আজ বাবা কোন্ রূপে তোমাদের সাথে সাক্ষাত্ করতে এসেছেন, জানো তোমরা ? লোকে এটা ব'লে ভুল করেছে যে, পরমাত্মার অনেক রূপ ! এটা ভুল না রাইট ? এই সময় বাবা অনেক সম্বন্ধে অনেক রূপে তোমাদের সাথে মিলিত হতে আসেন । সুতরাং, 'এক'-এর অনেক রূপ প্র্যাকটিকালি তাঁর সম্বন্ধের এবং কাজের আধারে, তাই না ! তাহলে তো ভক্তও রাইট, তাই তো ! আজ কোন্ রূপে বাবা তোমাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন ? কোথায় সাক্ষাত্ করছেন ? আজকের সকালের মুরলিতে সেই সম্বন্ধের কথা শুনেছ । তাহলে, বাবা কে আর তোমরা বাচ্চারা কে ? আজ রূহানী প্রীতম রূহানী প্রিয়তমাদের সাথে মিলন উদযাপন করতে এসেছেন । তিনি কোথায় তোমাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন ? সবচেয়ে প্রিয় মিলনস্থান কোনটা ? মনে করতে পারো তোমরা, তোমাদের রূহানী প্রিয়তম, তোমরা অর্থাত্ রূহানী প্রেয়সীদের সাথে মিলনের জন্য আদিতে কোথায় নিয়ে যেতেন ? (সাগরে) সুতরাং, আজও রূহানী প্রেমিক, যিনি সর্ব খাজানায় এবং গুণে সম্পন্ন, তিনি তাঁর রূহানী অনুরাগীদের সাথে সাগরতীরে, সাথে শ্রেষ্ঠ স্থিতির পাহাড়ের উপর চন্দ্রালোকের শীতল ছায়ায় মিলনোৎসব করছেন । সাগর সম্পন্নতার আর পাহাড় হলো উঁচু স্থিতির প্রতীক । সদা শীতলস্বরূপ হলো চন্দ্রালোক । এই তিন একসাথে । আজ, রূহানী প্রিয়তম রূহানী প্রেয়সীদের দেখে পুলকিত, তোমরা কী গান গাইছ ? (সবাই নিজের নিজের গান শোনাচ্ছে) সাধারণতঃ, তোমরা এক সময়ে একটা গানই শুনতে পারো, কিন্তু বাবা একই সময়ে সবার গান শুনতে পান । প্রেয়সীরা নিজের নিজের গান শোনাচ্ছে আর প্রিয়তম সেই সব গানের রেসপন্স করছে । যে গানই তোমরা গাইছ সব ঠিক আছে । সবার অনুরাগের বোল, বাবা স্নেহভরে শুনছেন । তোমাদের অর্থাত্ প্রিয়তমাদের প্রিয়তমকে স্মরণ করা সহজ, তাই না ! রূহানী অনুরাগীদের, প্রিয়তমের সহজ এবং সদা স্মরণের সম্বন্ধ আছে । তোমাদের বিশেষভাবে তাঁকে স্মরণ করতে হয়না, কারণ চেষ্টা করলেও তোমরা তাঁকে ভুলতে পারোনা ।

আজ, বাবা সব প্রিয়তমাদের দেখছিলেন, তিনি কী উপলব্ধি করলেন ? তোমরা অনুরাগীরা হলে অনেক আর প্রিয়তম হলেন এক এবং একমাত্র । কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে অনুভব থেকে বলো, "আমার প্রিয়তম" , কারণ স্নেহের সাগর রূহানী প্রেমিক । সাগর হলো বেহদ, এইজন্য তোমরা অনুরাগীরা সংখ্যায় যতই থাকো না কেন, ইচ্ছামতো যতখুশি স্নেহ নিতে পারো, সাগর তবুও অশেষ এবং সদা পূর্ণ । এই কারণে কেউ কম পেলো, তুমি বেশী নিলে এইরকম কোনো কথা নেই । যারা নেওয়ার তারা ইচ্ছামতো নিতে পারে । স্নেহের ভাণ্ডার সদা ভরপুর । যারা নেওয়ার তারা নম্বরক্রমে নেয়, সেক্ষেত্রে যিনি দেবেন অর্থাত্ সেই 'এক ' সবাইকে নাম্বার ওয়ান স্নেহ দেন । তারা যাকিছু নেয় তা' অন্তর্মনে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নম্বরক্রমে এসে যায় । তোমরা সবাই ভালবাসতে জানো, কিন্তু সেই ভালোবাসার দায়িত্ব পূরণে নম্বরক্রম হয়ে যায় । তোমরা সবাই বলো, "আমার প্রিয়তম" , "আমার" বলা সত্ত্বেও তোমরা কী করো ? তোমরা জানো, তোমরা কী করো ? আজ বাবা স্পষ্টভাবে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করতে এসেছেন, মুরলি শোনাতে নয় । তাহলে তোমরা বলো আমাকে, তোমরা

কী করছ ? তোমরা বলো "আমার " কিন্তু এখনও মাঝেমাঝে এখানে আসার আগে কোথাও প্রমোদভ্রমণ করতে চলে যাও । তারপর ঘুরেফিরে যখন ক্লান্ত হয়ে যাও তখন আবার বলো, "আমার প্রিয়তম" । কোনো কোনো প্রেয়সী অনেক জ্বালাতন করে । কী ধরণের ঝঞ্ঝাট করে ? (দিদি –দাদীকে বলে) আপনাদের সামনে অর্থাত্ দিদি-দাদীদের সাকাররূপের সামনে তারা অনেক দুষ্টুমি করে, তাই না ! তোমরা এত জ্বালাতন করো ! তোমরা বলো, আমি এটা করবো, এইভাবে চলবো, আপনার কাজ হলো আমাকে বদলানো । আমি এইরকমই । বাবা তোমাদের যা বলেছেন সেটাই বাবাকে শুনিয়ে ঝামেলা করো । একটা কথা তো খুব ভালোভাবে মনে রাখো – "আমি যেমন আছি, যেভাবে আছি, আমি তোমার ।" প্রিয়তমও উত্তর দেন, হ্যাঁ, তোমরা তো আমারই, কিন্তু আমার মানানসই জুড়ি তো হও ! যদি জুড়ি পরস্পরের সমান না হয় তবে যারা তাদের দেখবে তারা কী বলবে ! মাশুক কত সুন্দর সাজে আর প্রিয়তমা বিনা শৃঙ্গারে, সেটা কী খুব শোভনীয় হবে ? তাহলে, তোমরা নিজেরাই ভাবো – তিনি ঝলমলে ড্রেসে আর তাঁর প্রেয়সী কালো ড্রেসে বা নোংরা কালো দাগের ড্রেসে, দেখতে ভালো লাগবে ? তোমরা কী মনে করো ? এরপর তোমরা কী বলবে ? "আমাদের দাগ সরানোর কাজ তো আপনার"! কিন্তু বাস্তবে, মাশুক যখন তোমাদের ড্রেসই পরিবর্তন করে দেন, তবে সেই ড্রেসটাই কেন পরোনা ! দাগ সরানোর জন্যই বা কেন সময় নষ্ট করবে ! প্রিয়তমের হওয়া অর্থাত্ সবকিছুর রূপান্তর হওয়া । সেই পুরানো কালো ড্রেস, যাতে কত দাগ লেগে আছে তাকে স্মৃতিতে নিয়ে আসছ ! কেন বারবার তা' ধারণ করছ ? কেন তোমরা ঝলমলে ড্রেসে শৃঙ্গারধারী হয়ে মাশুকের সাথে দ্যুতিময় দুনিয়ায় থাকনা ! ওখানে কোনও দাগ লাগতেই পারেনা ।

সুতরাং, হে প্রেয়সী ! সদা মাশুকের সমান সম্পন্ন আর সদা দীপ্তিময় স্বরূপে অর্থাত্ সম্পূর্ণ স্বরূপে স্থিত থাকো । মাশুককে আরও একটা বিষয়ে মেহনত করতে হয় । জানো তোমরা, কোন্ বিষয়ে মেহনত করতে হয় ? সেটাও মনোরঞ্জনদায়ক কথা । তোমাদের প্রিয়তম, প্রিয়তমাদের সবাইকে তাঁর সাথে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তোমরা কী করছ ? মাশুক খুব হালকা আর তোমরা তাঁর প্রণয়িনীরা এত ভারী হয়ে যাও যে মাশুককে তোমাদের তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেহনত করতেই হয় । সুতরাং, এইরকম যুগল ভালো দেখাবে ? মাশুক বলেন, "হালকা হয়ে যাও" , কিন্তু তোমরা কী করো ? হালকা হওয়ার জন্য যে সাধনে তোমাদের এক্সারসাইজ ঠিক হয়েছিলো তোমরা তা' করছনা । তাহলে তোমরা হালকা কিভাবে হবে ? তোমরা রূহানী এক্সারসাইজ তো জানো, তাই না ! এক মুহূর্তে নিরাকারী, এক মুহূর্তে অব্যক্ত ফরিস্তা আবার এক মুহূর্তে সাকারে কর্মযোগী এবং এক মুহূর্তে বিশ্ব সেবাধারী ; সেকেণ্ডে স্বরূপ হয়ে যাওয়াই হলো রূহানী এক্সারসাইজ । অতিরিক্ত কোন বোঝা তোমরা নিজের ওপরে নাও ? ওয়েস্টেজের ওয়েট পরিমাণে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, এইজন্য হালকা হতে পারোনা । কারও কারও ওয়েস্টেড সময়ের ওয়েট পরিমাণে বেড়ে যায়, কারও ব্যর্থ সংকল্পের এবং কেউ কেউ আবার শক্তি ওয়েস্ট করে । কারও আবার ওয়েস্টফুল সম্বন্ধ এবং সম্পর্ক অর্থাত্ সম্বন্ধ-সম্পর্ক ব্যর্থ বানিয়ে ফেলে । এইরকম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ওয়েট বৃদ্ধি হওয়ার কারণে তোমরা প্রিয়তম সমান ডাবল্ লাইট হতে পারোনা । প্রকৃত অনুরাগীর লক্ষণ হলো, মাশুক সমান হওয়া অর্থাত্ মাশুক যেমন, যেরকম, সেইরকম হওয়া । তাহলে তোমরা সবাই কে ? যেমনই হোক, তোমরা প্রেয়সী, কিন্তু মাশুক সমান প্রেয়সী হয়েছ ? একমাত্র সমানতাই নৈকট্য নিয়ে আসে । সমানতা না থাকলে তোমরা অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারবেনা । গায়ন আছে ১৬ হাজার পাটরানি ছিলো । কিন্তু ১৬ হাজারের মধ্যেও নম্বরক্রম তো থাকবে, তাই না ! এক মাশুকের এত অনুরাগী

দেখিয়েছে ! কিন্তু অর্থ কিছু বোঝেনা । অলৌকিকতা ভুলে গেছে । সুতরাং, আজ অলৌকিক মাশুক তোমাদের অর্থাত্ প্রেমিকাদের বলছেন, সমান হও এবং কাছাকাছি এসো । আচ্ছা ।

চন্দ্রালোকে তোমরা বসে আছ, তাই না ! তোমাদের শীতল স্বরূপে থাকা অর্থাত্ চন্দ্রালোকে বসা । সদা চন্দ্রকিরণে স্থিত হও । চন্দ্রকিরণে তোমাদের ড্রেস নিজে থেকেই ঝলমল করবে । যেখানে দেখবে সেখানেই ঝলমলে দেখাবে । সদা সাগরতীরে থাকো অর্থাত্ সদা সাগর সমান সম্পন্ন স্থিতিতে থাকো । বুঝেছ তোমরা, কোথায় থাকতে হবে ? মাশুক এই কিনারা ভালবাসেন । সদা মাশুক সমান, তাঁর সাথে হাতে হাত ধরে থাকা অর্থাত্ স্নেহী আর সহযোগী, সাথে অর্থাত্ স্নেহ, হাত অর্থাত্ সহযোগ, এইভাবে আমার এক প্রিয়তম দ্বিতীয় কেউ নেই, এইরকম স্থিতিতে সদা সহজ থাকে, এমন প্রকৃত অনুরাগীদের রূহানী মাশুকের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

আজ দিল্লি আর গুজরাট থেকে এসেছে । দিল্লির তোমরা বুঝতে পারোনা যে তোমাদের যমুনাতীর তো আছে কিন্তু সাগরকূল নেই । সঙ্গমযুগে সাগরতীর আছে আর ভবিষ্যতে নদীকূল । সঙ্গমে তোমরা সাগর কিনারেই খেল, তাই না ! সুতরাং, সঙ্গমযুগে সাগরতীর আছে আর ভবিষ্যতের জিনিস আছে যমুনা নদীর কূলে । তাহলে, দিল্লি আর গুজরাটের মধ্যে সম্পর্ক কী ? দিল্লি হলো যমুনা নদীর কূল এবং গুজরাট, যারা গরবা নৃত্য করে । তাহলে যমুনা নদীর তীরে রাস খুব প্রসিদ্ধ, তাই না ! এইজন্য দিল্লি আর গুজরাট উভয়েই এসেছে । আচ্ছা ! বিদেশ থেকেও এসেছে ! বিদেশিরা এখানে এসে নিমন্ত্রণ করে সেখানে ঘুরতে যাওয়ার জন্য । "দিদি আসবেন, দাদী আসবেন, অমুক -অমুকে আসবেন !"- এখন যেমন অল্প সময়ের জন্য ঘুরতে যাও, ঠিক এমনভাবেই পরেও তোমরা ঘুরতে যাবে । সেকেণ্ডে পৌঁছে যাবে । বেশী সময় লাগবেনা কারণ অ্যাক্সিডেন্ট তো কখনও হবে না । এইজন্য কোনো স্পীড লিমিটের আবশ্যকতাও নেই । মাত্র একদিনেই সব জায়গায় ঘুরতে পারো । সারা ওয়ার্ল্ড একদিনে ঘুরতে পারো । এই অ্যাটমিক এনার্জি তোমাদের কাজে লাগতে চলেছে । তারা এটার রিফাইনিং-এ ব্যস্ত । সেই শক্তি তোমাদের কোনো দুঃখ দেবেনা । সবচেয়ে বেশী সেবা কোন্ তত্ত্ব করবে ? সূর্য । সূর্যকিরণ বিভিন্ন রকমের চমত্কারিত্ব দেখাবে । এইসব তোমাদের জন্য তৈরি হচ্ছে । তোমাদের গ্যাস, কয়লা বা কাঠ জ্বালানোর দরকার হবেনা । তোমরা এই সমস্ত জ্বালানি থেকে রেহাই পাবে । আচ্ছা । তোমরা অনেক চমত্কারিত্ব দেখবে । তারা মেহনত করবে তোমরা ফল খাবে । তারপর তোমাদের এইসব অয়্যার অর্থাত্ তার ইত্যাদি লাগানোরও মেহনত করতে হবেনা । বিনা পরিশ্রমে তোমাদের ন্যাচারাল নেচারের প্রাপ্তি হয়ে যাবে । যাই হোক, তোমরা নেচারের সুখ অনুভব করতে হলে, তোমাদের অরিজিনাল নেচার, ন্যাচারাল বানাতে হবে । একমাত্র তখনই নেচারের সর্বসুখের প্রাপ্তি করতে পারবে । ন্যাচারাল নেচার অর্থাত্ তোমাদের অনাদি সংস্কার । শুধু শুনেই তোমাদের আনন্দ হচ্ছে, তাহলে যখন প্রারব্ধ লাভ করবে তখন কত আনন্দ হবে ! এখানে যেমন বিহঙ্গ ওড়ে, ওখানে তেমন বিমান উড়বে । কত হবে ? এখানে যেমন একঝাঁক পাখি লাইন দিয়ে একসাথে ওড়ে, সেইরকম শ্রেণিবদ্ধ বিমানও একসাথে উড়বে । এইরকম নয় যে, একটা উড়লে আরেকটা উড়তে পারবেনা ; সেগুলো সব বিভিন্ন ধরণের ডিজাইনে উড়বে । বিত্তবান প্রজাবর্গ তাদের নিজেদের ডিজাইনে উড়বে । যেখানে ইচ্ছা তুমি নামতে পারো । এখন প্রকৃতিজিত্ হও, তবে প্রকৃতি তোমার দাসী হবে । এখন যদি প্রকৃতিজিত্ কম হও তবে প্রকৃতি তোমার দাসীও কম হবে । বুঝেছ তোমরা ? আচ্ছা ।

মধুবন নিবাসীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

মধুবন নিবাসী কারা ? মধুবন নিবাসীদের কোন্ টাইটেল দেওয়া উচিত্ হবে ? নতুন কোনো টাইটেল ভাবো । এই সময় মধুবনে কোন্ জিনিস তোমরা লাগিয়েছ ? তোমাদের অর্জিত ফটোকপিং মেসিন লাগিয়েছ, তাই না ? তোমরা মধুবন নিবাসী তাহলে @ফটোস্ট্যাট (photostat copy) কপি হ'লে । যেমন বাবা তেমন বাচ্চা । ওই মেশিনে সবকিছুর হুবহু নকল হয় ! মেশিনের এটা বিশেষত্ব, সামান্যতম প্রভেদও আসেনা । মধুবন নিবাসী হলো ফটোকপি । মধুবন মেশিন আর মধুবন নিবাসী ফটো । তো তোমাদের হাতের প্রতিটি কর্মের ভাগ্যরেখা ভাগ্যবিধাতার দ্বারা নির্দেশিত - এমনই প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন । তোমাদের কর্ম, তোমাদের ভাগ্যনির্দেশ করে । সুতরাং, তোমাদের প্রত্যেক কর্ম এমন হতে হবে যাতে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যরেখা টানা যায় । ঠিক বাপদাদার সব কর্ম যেমন নিজের এবং প্রত্যেকের ভাগ্যরেখা টেনেছিলো, ঠিক একইভাবে তোমাকে নিশ্চয়ই বাবা সমান হতে হবে । মধুবনে তোমরা অনেক সাধন, এত সহযোগ, এত শ্রেষ্ঠ সঙ্গ প্রাপ্ত করেছ, মধুবনের ভাণ্ডারে কোনো বস্তু আর অপ্রাপ্ত নেই । সুতরাং, যারা সবকিছু প্রাপ্ত করেছ, তারা কী হবে ? সে সম্পূর্ণ হবে, তাই না ! এখনও কিসের অপ্রাপ্তি আছে ? যদি কিছুর অপ্রাপ্তি থাকে তবে সেটা তোমাদের নিজের ধারণার । মধুবন নিবাসীদের অনাদি অর্থাত্ স্বীয় সংস্কার ইমার্জ হওয়া উচিত্ । কী সেই সংস্কার ? কোন অনাদি সংস্কার ব্রহ্মাবাবার ছিলো, যা তাঁকে তাঁর কর্মে সফল বানিয়েছিলো । তোমাদের সবার সেই একই সংস্কার ? 'হাঁ জী' বলার সাথে সাথে তিনি সবসময় অন্যকে সামনে এগিয়ে রাখতেন, বলতেন, "প্রথমে তুমি" , কখনও নিজেকে সামনে রাখেননি । তিনি সদা অন্যকে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন । ব্রহ্মাবাবা সবসময় জগত্-অম্বাকে নিজের সামনে রেখেছেন । কোথাও গেলে সবকিছুতে তিনি বাচ্চাদের সামনে রাখতেন । জগত্-অম্বাকে তাঁর আগে জায়গা করে দিয়েছেন । যারা অন্যকে সামনে এগিয়ে যেতে দেয়, তারাই বলতে পারে "হাঁ জী" । এই কারণে মুখ্য কথাই হলো অন্যকে এগিয়ে যেতে দাও, কিন্তু শুভ ভাবনার সাথে । এটা শুধু বলার জন্য নয়, কিন্ত শুভ চিন্তকের শুভ ভাবনা থেকে । শুভ কামনা এবং শ্রেষ্ঠ ভাবনার আধারে যখন তুমি অন্যদের নিজের সামনে রাখবে, তোমরা নিজেরাই এগিয়ে যাবে । অন্যকে প্রথমে যেতে দেওয়া অর্থাত্ নিজে প্রথম নম্বর হওয়া । যেমন বাবা জগদম্বাকে প্রথমে রেখেছেন, বাচ্চাদের প্রথমে রেখেছেন, তবুও কিন্তু তিনি নাম্বার ওয়ান গেছেন, তাই না ! এর মধ্যে নিজের স্বার্থের মনোভাব ছিলনা । তিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ ছিলেন । কার্যতঃ তিনি অন্যদের 'প্রথমে তুমি' ব'লে সামনে রাখার কাজ করে দেখিয়েছিলেন । একইভাবে "প্রথমে তুমি "-র পাঠ অতি দৃঢ় হতে হবে । সেইরকম মনে করে নয় যে অন্য কেউ এটা করেছে, সুতরাং তোমারও এটা করা উচিত্ । বোলোনা যে কেন এটা কেউ করেছে ? একমাত্র আমিই এটা করি, আমি কেন করবো না ? এইরকম ভাব নয় । তুমিই করো বা অন্য কেউ, বাবারই তো সেবা । এখানে কারও তো নিজের নিজের কারবার নয়, তাই না ! সওদা শুধু এক বাবার । তোমরা ঈশ্বরীয় সেবায় আছ । এমনকি তোমরা লিখেও থাকো 'গডলি সার্ভিস' , 'আমার সার্ভিস' এইরকম তো লেখোনা, তাই না ! বাবা যেমন এক, সেবাও এক । অতএব, কোথাও কেউ কিছু করুক বা তুমি কিছু করো, এটা একই কথা ! যে যতটা করে তাকে আরও এগিয়ে যেতে দাও । এইরকম মনে কোরোনা, আমিই আগে যাবো, না । অন্যকে সামনে যেতে দিয়ে নিজে সামনে এগিয়ে যাও । সবাইকে সাথে নিয়ে যেতে হবে, তাই না ! বাবার সাথে তোমরা সবাই ঘরে ফিরে যাবে অর্থাত্ তোমরা সবাই একসাথে যাবে, তাই তো ? যখন এই ভাবনা সবার মধ্যে এসে যাবে তখন ব্রহ্মাবাবার ফটোস্ট্যাট কপি হয়ে যাবে ।

মধুবন নিবাসী কাউকে দেখা অর্থাত্ ব্রহ্মাবাবাকে দেখা, কারণ তোমরা প্রত্যেকেই তো কপি, তাই না ? অতএব, কেউ বলতে পারবেনা, আমরা তো ব্রহ্মাবাবাকে দেখিনি । এটাই মধুবন নিবাসী তোমাদের বিশেষত্ব, কারণ মধুবন নিবাসীদের সবাই ফলো করে । তাইতো মধুবনের তোমরা প্রত্যেকে একেকজন মাস্টার ব্রহ্মা । কাউকে ব্রহ্মাবাবার ফটো দিলেও সে কত যত্নসহকারে নেয় । সে ভাবে, সবচেয়ে বড় উপহার পেয়েছে ! সুতরাং তোমাদের সবাইকে ব্রহ্মাবাবার ফটো হতে হবে । ব্রহ্মাবাবার সমান হলে তোমরাও অমূল্য উপহার হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

বরদানঃ- হৃদয়ের তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ক'রে সবার আশীর্বাদের অধিকারী ভব

অনেকে আছে যারা নিজেদের তপস্যার চার্টে নিজেরাই সার্টিফিকেট দেয় । কিন্তু সবার সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট তখনই প্রাপ্ত হয় যখন তোমরা হৃদয় থেকে তপস্যা করো, তোমার হৃদয়ে সবার জন্য ভালোবাসা থাকে, নিমিত্ত ভাব এবং শুভ কামনা থাকবে । এইরকম বাচ্চারা সবার আশীর্বাদের অধিকারী হয়ে যায় । অন্ততপক্ষে ৯৫% আত্মা সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট দিলে, সবার মুখ থেকে বেরোবে, হ্যাঁ ! তুমি নাম্বার ওয়ান । এইভাবে সবার হৃদয়ের আশীর্বাদের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করে বাবা সমান হও ।

স্লোগানঃ- সময়কে অমূল্য মনে করে সফল করলে তুমি কোনও সময় ভুল পথে চালিত হবেনা ।